প্রথম আলো

তারিখ OCT 07 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে বিরোধ মেটাতে ব্যর্থ টাস্কফোর্স

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার প্রধানমন্ত্রীর ওপর

শরিফুজ্জামান পিন্টু

কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত টাস্কফোর্স কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। কওমি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকদের মতবিরোধ ও পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে টাস্কফোর্সের সদস্যেরা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ওপরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিয়েছেন।

সূত্র জানায়, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর চাপের মুখে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও কীভাবে এসব মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা নিয়ে টাস্কফোর্সের সভায় মতবিরোধ তৈরি হয়। সভায় একটি পক্ষ শুধু ঢাকার বেফাকুল মাদারিসের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত দেন। অপরপক্ষ কওমি মাদ্রাসাগুলোর ঢাকাকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে রাজি নয়। তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং বগুড়াকেন্দ্রিক চারটি বোর্ডের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার দাবি জানায়।

গত ২০ আগস্ট কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে-হাদিসকে স্নাতকোত্তর (ইসলামি শিক্ষা অথবা আরবি সাহিত্য) সমমান ঘোষণা করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী আলেম-ওলামাদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন। এর আহ্বায়ক হন শিক্ষা সচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম জানান, টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে বিরোধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কার্যালয়ে পেশ করা হয়েছে।

সূত্রমতে, প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তর সমমান ঘোষণা করার পর প্রথমেই এসব মাদ্রাসা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সে প্রশ্ন ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত ২০ সদস্যের টাস্কফোর্স বিষয়টি নিয়ে দুই দফা বৈঠক করে। টাস্কফোর্সের বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তারা এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি।

বৈঠকের সূত্রে জানা যায়, কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে দুই ধরনের মত আসে। ইসলামী ঐক্যজোটের তিন সাংসদসহ বেশির ভাগ সদস্যই ঢাকার বেফাকুল মাদারিস বা কওমি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সব মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের দাবি তোলেন। কিন্তু টাস্কফোর্সের কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে সিলেটের আজাদ দীনি এদারা, চট্টগ্রামের আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস এবং বগুড়ার তানযীমুল মাদারাসিল দীনিয়া আল-কওমিয়ার কর্মকর্তারা এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। তারা বলেন, চারটি বোর্ডের মাধ্যমেই কওমি মাদ্রাসাগুলোর স্বীকৃতি দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে টাস্কফোর্সের সদস্য এবং কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার *প্রথম আলোকে* বলেন, যারা চার বোর্ডের মাধ্যমে এখন স্বীকৃতি চাচ্ছেন, তারা এতদিন সরকারি স্বীকৃতির বিপক্ষে ছিলেন। এখন শেষ মুহূর্তে এসে কারও ইঙ্গিতে গোটা প্রক্রিয়া বানচাল করতে চাচ্ছেন। মাওলানা আবদুল জব্বার মনে করেন, কওমি মাদ্রাসাগুলো আঞ্চলিক বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনার দাবি অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে তিনি আলিয়া মাদ্রাসাগুলো একটি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

চার বোর্ডের মাধ্যমে স্বীকৃতির পক্ষে চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক মাওলানা নুরুল কবীর আনসারী *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রত্যেকটি বোর্ড স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে সবাইকে বেফাকের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা অযৌক্তিক। তিনি আরও বলেন, পটিয়া দেশের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা এবং চট্টগ্রামের আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের অধীনে ছোট-বড় প্রায় ৫০০ মাদ্রাসা রয়েছে।

মাওলানা নুরুল কবীর আরও বলেন, দেশে সাতটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। আমরাও চাই এরকম চারটি বোর্ডের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হোক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কওমি মাদ্রাসার রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান হবে। এজন্য বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য পাঠানো দেওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে। নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ড এ ধরনের মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই, পরিচালনা ও পরীক্ষা পদ্ধতি ঠিক করবে। তবে কওমি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকদের